চতুর্দশ অধ্যায়
বেসরকারি খাত উন্নয়ন

[বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত অত্যন্ড় ইতিবাচক ও গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার পরিমাণ ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা, যা ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) দাঁড়িয়েছে ১৪৪৬টি প্রকল্পে মোট ৬৬,৯১২ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public-Private Partnership) ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুর"ত্বপূর্ণ কৌশল। ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে-যেমন মাস-ট্রানজিট, ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, এভিয়েশন, সমুদ্র বন্দর, রেলওয়ে ভৌত-অবকাঠামো এবং সেবা খাতে বেসরকারি সনাতন আন্ড়ঃসম্পর্কের (traditional interrelationship) গন্ডি পেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কৃত্যগত সম্পর্ক (functional relationship) গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ শিল্প খাতকে গতিশীল করে তুলছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ফলে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুর"ত্ব প্রদান করছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স প্রবর্তন করা হলে জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে প্রতিভাবান তর"ণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।]

ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন

বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন এবং পুঁজি বাজার উন্নয়নে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো স্থাপন করেছে। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শিল্পের বিকাশ শিল্পখাতকে গতিশীল করে তুলেছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত অত্যন্ড় ইতিবাচক ও গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিল্প ও উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে বেসরকারি বিনিয়োগের এ ধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিকভাবে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণের ধারা এ সম্ভাবনাকে আরো উজ্জীবিত করছে। বাংলাদেশে শিল্পখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ড় সাম্প্রতিক তথ্যাবলী নিম্নোক্ত সাতটি আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হলোঃ

- বিনিয়োগ পরিবেশ
- প্রকৃত বিনিয়োগ (স্থানীয় ও বিদেশি)
- বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বিদেশি)
- মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি
- শিল্পখাতে জিডিপি
- জিডিপির শতকরা হার হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ

- কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও IFC (Internatuonal Finance Corporation) প্রকাশিত Doing Business 2010 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী Ease of Doing Business: Global Rank-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৩টি দেশের মধ্যে ১০৭তম (লেখচিত্র-১৪.১)। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২০তম। তা ছাড়া ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম এবং ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৯তম ও ৯৩তম স্থানে রয়েছে।

লেখচিত্র ১৪.১ঃ Ease of Doing Business: Global Rank

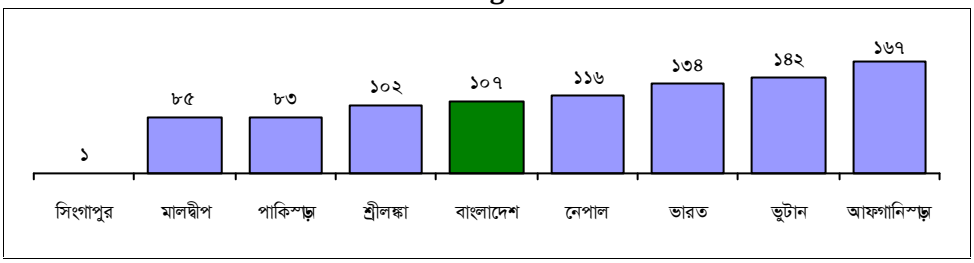

সূত্র ঃ Doing Business 2010, IFC, The World Bank

প্রকৃত বিনিয়োগ (স্থানীয় ও বিদেশি)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment - FDI) ঃ

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ষান্মাসিক Enterprise Survey-র মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। নিচের লেখচিত্র ১৪.২-এ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.২ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) সাম্প্রতিক প্রবাহ

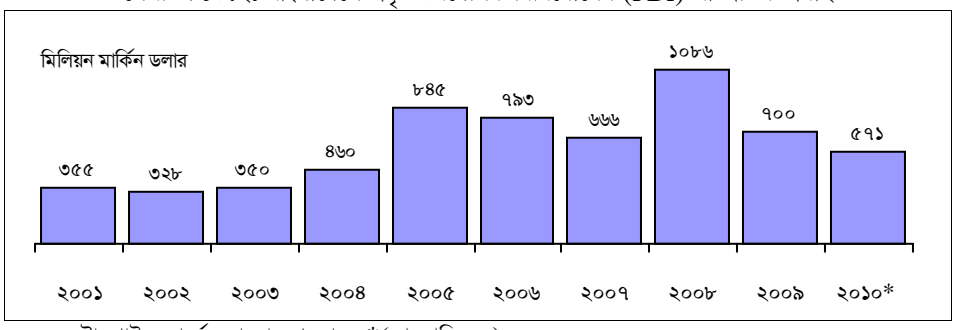

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক *(জানুয়ারি-জুন)

উপরোক্ত লেখচিত্র বিশেণ্ঢষণে দেখা যায় যে, প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো সমমূলধন (সারণি১৪.১)। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পুনঃবিনিয়োগ ও আন্ড্রকোম্পানী ঋণ।

সারণি ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০*
সমমূলধন	২৩৩.৮	১৩৩.৮	১৫৬.১	১৫৫.৯	৪২৫.৬	৫০৩.৭	৪০১.৬	৮০৯.২৫	২১৮.৫৫	৪০১.৬৭
পুনঃবিনিয়োগ	৬৫.০	১১৬.৮	১৭০.২	২৩৯.৮	২৪৭.৫	২৬৪.৭	২১৩.২	২৪৫.৭৩	৩৬৪.৯৪	১৫৩.০৫
আন্ড্রকোম্পানী	৫৫.৭	৭৭.৭	২৪.০	৬৪.৭	১৭২.২	২৪.১	৫১.৫	৩১.৩৩	১১৬.৬৭	১৬.০৮
সর্বমোট	৩৫৪.৫	৩২৮.৩	৩৫০.৩	৪৬০.৪	৮৪৫.৩	৭৯২.৫	৬৬৬.৩	১০৮৬.৩১	৭০০.১৬	৫৭০.৮০

সূত্রঃ এন্টারপ্রাইজ সার্ভে , বাংলাদেশ ব্যাংক , *(জানুয়ারি-জুন)

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

নিবন্ধিত স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনাগুলোর প্রকৃত বাস্ড়বায়ন সংক্রান্ড় কোন আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান বিদ্যমান না থাকলেও বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ সব স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ-ই বাস্ড়বায়িত হয়েছে অথবা বাস্ড়বায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বিদেশি)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীতে প্রকল্প সংক্রান্ড় সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্ড়বায়ন করা হয়। ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট ২,৯৬৪টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার পরিমাণ ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা, যা ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) দাঁড়িয়েছে ১,৪৪৬টি প্রকল্পে মোট ৬৬,৯১২ কোটি টাকায়। ২০০১-০২ অর্থ বছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি-১৪.২-এ তুলে ধরা হলো।

সারণি১৪.২ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থ বছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনা		মোট প্রস্ড়াবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০০১-০২	২৮৭৫	৮৮০৬	৮৯	১৭৩৪	২৯৬৪	১০৫৪০	-২৮.৮০
২০০২-০৩	২১০১	১১৬৫৩	১০৪	২০৬৭	২২০৫	১৩৭২০	৩০.১৭
২০০৩-০৪	১৬২৪	১৩৫৪৬	১৩০	২৬৪৪	১৭৫৪	১৬১৯০	১৮.০০
২০০৪-০৫	১৪৬৯	১৪০০৫	১২০	৫২৯৮	১৫৮৯	১৯৩০২	১৯.২২
২০০৫-০৬	১৭৫৪	১৮৩৭০	১৩৫	২৪৯৮৬	১৮৮৯	৪৩৩৫৬	১২৪.৬২
২০০৬-০৭	১৯৩০	১৯৬৫৮	১৯১	১১৯২৫	২১২১	৩১৫৮৩	-২৭.১৫
২০০৭-০৮	১৬১৫	১৯৫৫৩	১৪৩	৫৪৩৩	১৭৫৮	২৪৯৮৬	-২০.৮৯
২০০৮-০৯	১৩৩৬	১৭১১৭	১৩২	১৪৭৪৯	১৪৬৮	৩১৮৬৭	২৭.৫৪
২০০৯-১০	১৪৭০	২৭৪১৪	১৬০	৬২৬১	১৬৩০	৩৩৬৭৪	৫.৬৭
২০১০-১১*	১২৯৮	৩৯৯৭৬	১৪৮	২৬৯৩৫	১৪৪৬	৬৬৯১২	৯৮.৭১

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, *মার্চ ২০১১ পর্যন্ড়

স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০০১-০২ অর্থ বছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল মোট ৮,৮০৬ কোটি টাকা যা, ২০১০-১১ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) ৩৯,৯৭৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাত ভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি১৪:৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(কোটি টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৯৬৫.৬৬	৮১৬.১৮	৯৫১.১১	৮২২.৩৩	২৩২৫.১০	৩৭৬৮.২১
ফুড এন্ড এলাইড	৩১৩.৭৫	৪২৬.৫৬	৪৩৭.০৭	৪০২.৭৬	২১৫৭.৩৭	১০৮০.০১
টেক্সটাইল শিল্প	৮৯২৯.৭৩	১৩৫৮৪.৮৪	১১০০৯.১৮	৭৯৪৫.১২	৮৯৬৬.১৯	১২৭০২.৭৫
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	৩১২.০৮	৫৭৮.৬৫	৩৬৬.৮৪	১৮০.১৩	২৭৩.৯০	১৫৫.৭০
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	২২৭.৭৫	৭৩.৭৮	২০.২৭	৩৩.০৪	২১৮.৮৪	১১১.৪২
কেমিক্যালস শিল্প	৩৫৮৭.৯০	১৫২৩.৪২	২২৩৬.৪৭	৩০৫৫.৫৯	৭৭৪৬.২৮	৪৬৬৯.৭৪
গণ্ঢাস এন্ড সিরামিক শিল্প	৯.৫৮	৯৬.৯১	১৭৫.০১	৪০৫.৫২	৭৩.০২	৮৫.০৪
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২১৬৫.৮১	৯৫৯.৬২	১৮৫৬.৮৭	২৭৬১.৫৮	২৯৩৫.২১	২৬৫৭.৭৩
সার্ভিস শিল্প	৭৬৭.১৪	১৫৩৪.১৬	২৩৫৬.৭৭	১৪৬৪.৮৯	২৬২২.৪৭	১৪৭১৮.৯৫
বিবিধ শিল্প	৯০.৯১	৬৩.৯৭	১৪৩.৪২	৪৬.৫৩	৯৫.৩০	২৬.৮৭
মোট	১৮৩৭০.৩০	১৯৬৫৮.০৯	১৯৫৫৩.০১	১৭১১৭.৪৯	২৭৪১৩.৬৯	৩৯৯৭৬.৪১

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * মার্চ ২০১১ পর্যন্ড়

খাতভিত্তিক বিশেণ্ঢষণে দেখা যায়, সেবা খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৩৬.৮২ শতাংশ)। অন্যান্য উলেণ্ঢখযোগ্য খাতগুলো হলো বস্ত্র শিল্প (৩১.৭৮ শতাংশ), রসায়ন (১১.৬৮ শতাংশ) ও কৃষিভিত্তিক (৯.৪৯ শতাংশ)। স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্ড়াবনার খাতভিত্তিক বিবরণ লেখচিত্র ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্ড়াবনার খাতভিত্তিক বিবরণ*

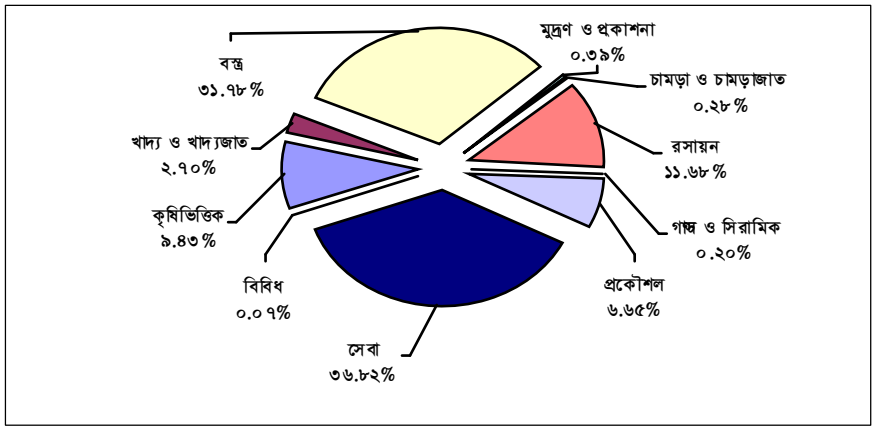

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * মার্চ' ২০১১ পর্যন্ড়

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে (সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানা) মোট ১৪৮টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্ড়াবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৬,৫১৯ কোটি টাকা । তাছাড়া উক্ত সময়কালে পূর্বে নিবন্ধিত ৮৩টি প্রকল্পে সংশোধন/সংযোজনের ফলে সংশিণ্ঢষ্ট প্রকল্পগুলোতে প্রস্ড়াবিত বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৪১৬ কোটি টাকা। বর্ণিত সময়ে মোট বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার পরিমাণ প্রায় ২৬,৯৩৫ কোটি টাকা।

নিবন্ধিত নতুন ১৪৮টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, বস্ত্র ও কৃষিভিত্তিক। সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত হলো।

সারণি ১৪:৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(কোটি টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১০৬.১৭	২৪৬.২৬	২৪৮.২৫	১৫৭.৯৫	১৫৫.৬২	৫৯৫.৩
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	৮.০৮	২১.০৫	১৩.৩৫	১৩.৯৮	০.৬৪	৪৭.৫৬
টেক্সটাইল শিল্প	৭৭১.০৭	১২৬৫.২০	১৯২১.২০	২৪৭.৬১	৫০৩.৬৫	৯৮৮.২৩
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	১.০০	৩১.০০	০	০	১৮.৮৮	০
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৪৯.০৪	৫৮.৫৩	২.৬৩	২.৪৬	৯৫.৪৯	২৮.৯৪
কেমিক্যালস মিল্প	১২২১৩.৮৯	৩১১.৯৬	৪০২.০৫	৩৯.৮৪	৪৩০.৭৬	৪৬০.৮৬
গণ্ঢাস এন্ড সিরামিক শিল্প	০	০	১.৯০	১২৩.৮৬	০	১৫০.৭৫
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	১৫২.৪৩	১৮১.২৯	৫৩৮.৪৭	৮২৫.৯৩	১২১.২৯	৪৬৫.০৮
সার্ভিস শিল্প	৮৮৬২.০৯	৮০৯২.৯৯	১২২৮.৮৩	১৩০৪৬.০৯	৪৫৮৯.৩৩	২৩৭৭৯.৬৩
বিবিধ শিল্প	০	৫.৬৫	০.৩২	০	০.৬৫	৩.০০
মোট	২২১৬২.৭৬	১০২১৩.৯৪	৪৩৫৬.৯৯	১৪৪৫৭.৭২	৫৯১৬.৩১	২৬৫১৯.৩৭

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * মার্চ ২০১১ পর্যন্ড়

খাতভিত্তিক বিশেণ্ঢষণে দেখা যায়, সেবা খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৮৯.৬৭ শতাংশ), বস্ত্র শিল্প (৩.৭৩ শতাংশ) ও কৃষিভিত্তিক (২.২৪ শতাংশ)। লেখচিত্র-১৪.৪-এ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

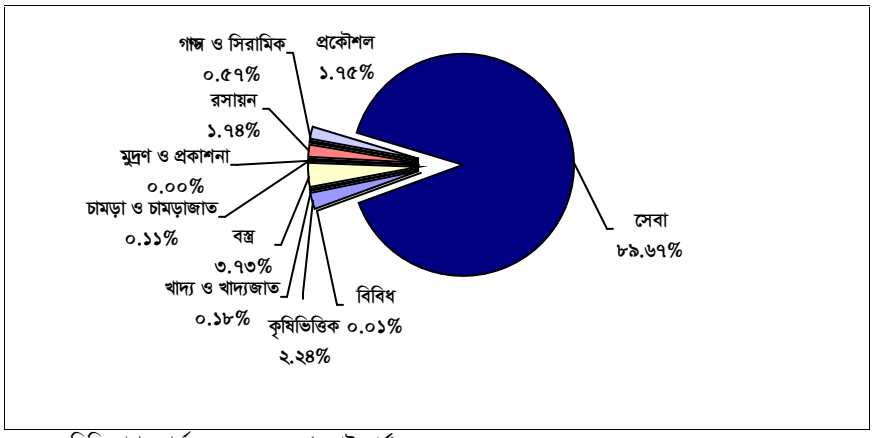

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, **২০১০-১১ (জুলাই-মার্চ)**

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১০-১১ অর্থবছরের এপ্রিল'১১ পর্যন্ড় নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অঞ্চল হিসেবে পশ্চিম এশীয় দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং সিআইএসভুক্ত অঞ্চল। সারণি-১৪.৫-এ দেশভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি ১৪.৫ঃ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্ড়াবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(কোটি টাকা)

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগের উৎস	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
১. সৌদি আরব	১২০০০.৮৩	-	-	১২১২৮.০৪	৩৩০২.৭০	৪৯.৬০
২. যুক্তরাষ্ট্র	২৯৮.০৮	১২২.৮১	২৭৩.৬৭	১০৬.৭০	৯৯৯.৯৮	৫৯০৫.৪৮
৩. ফিনল্যান্ড	৫.০০	২৫.৯৪	-	৭.৮৮	২০.৮৭	৯.৯৫
৪. ভারত	১৮০.৮৩	২১৭.৪৪	১৭০.১০	৪১১.৯৯	১০৮.৩৬	৪৪৩.৬৩
৫. দক্ষিণ কোরিয়া	৭৫.৬৭	৩৫২.১৪	৬৭.৭৮	১৬৬.৯৭	২৬৩.৯৮	১৪৪৭৮.৫০
৬. মালয়েশিয়া	১০.৮৩	১৫.১২	১০.২৫	৯.০১	৩৮.১৯	৭৯৩.৭৯
৭. নেদারল্যান্ড	১২৭.৩০	১৫৮.৫৭	১৬২.৬৮	১০৮.৫৫	৬৩.২৫	৭৩৮.৫০
৮. চীন	১০৬.০৩	৬০.০৮	১৫৫.১০	১০৫.৫২	১৮৮.৩২	৪৯৫.২৭
৯. যুক্তরাজ্য	৩৯২.৫৯	৫৮১.৯৩	১৩৭০.৬০	৪৮.০৯	৩০.৭১	৬১.৯৭
১০. পাকিস্ড়ান	৬.৮৪	২০.৫০	৪৬৭.২৬	৩২.০২	৮.৬৯	১২৪.৭৮
১১. জাপান	১৯.১৯	৭০.৩৬	৭৯.৪৪	৪৯.৯৭	৪৭.৬২	৯৩.৮৯
১২. ডেনমার্ক	৯৪.১৬	৪৬.৯৪	৩.২৪	৩২.৪৯	৮.৪০	৪.৫১
১৩. শ্রীলংকা	-	-	৩১.২৪	১৫.৪৬	৭.৮৩	৪.৯৯
১৪. কানাডা	১.০০	৪.৭০	৫৫.০২	৮.২৫	৮.৪২	১২.৯৭
১৫. তাইওয়ান	৯.৪১	৯৮.৯৪	২.১০	৭.২৪	৭৬.৭৩	১৫১.৪৭

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগের উৎস	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
১৬. সিঙ্গাপুর	২১৯.৮৯	৩০৯.৮১	২৩৪.১৭	৭.১৪	৩২.৪৩	৮২৪.৮৩
১৭. তুর্কি	৩.৩০	-	৭.৬৩	৪.২৯	১.৬৪	১৭.০৩
১৮. ইতালী	৬৯.০৫	৬১.৪১	১০.৭০	১.২০	২৮.৩১	২৭.৩৫
১৯. হংকং	৫৪.৬০	২০১.৭৪	৬৫.৭৯	৩৯.৮৯	৪৩১.০৪	২৩৬.৮৮
২০. আফ্রিকা	-	-	-	-	-	৯.৯৫
২১. আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	-	-	৫৫৯.৬৬	৫.৮০	-	২৪.৯৯
২২. বারমুডা	-	-	-	-	-	৩.৪৫
২৩. ফ্রান্স	১৭.৭৩	৯.৭৯	১০.১৫	১৫.৭৪	-	৭.৮২
২৪. ইন্দোনেশিয়া	৩০.০২		১৯১.৬৯	১১৯.৯৪	-	১১.৪১
২৫. লেবানন			-	-	-	১৭৫.৬৫
২৬. মরিশাস			-	-	-	৩.৫৫
২৭. ফিলিপাইনস	-	৩.৪৫	-	-	১৪২.০০	৪৭.১৮
২৮. সুইডেন	-	৪.৯৩	০.৯০	১.২০	২১.৫১	৭০৪.৯৩
২৯. সুইজারল্যান্ড	৮.৮১	২৯.৩৯	১১.২৭	-	-	১.০০
৩০. থাইল্যান্ড	১৯.২১	২৭.৯৭	-	৩৮৪.৩৫	২১.২৩	৪২২.৮৪
৩১. সংযুক্ত আরব আমিরাত	৮৩৫৫.৪২	৭৬৭২.৭৩	৩৩৩.৮১	১২৩.৮৬	-	৫৪.৯০
৩২. বিট্রিশ ভার্জিন আইল্যান্ড		৩০.৫৪	-	-	২২.৩৫	৬.০০
৩৩. জার্মানী	০.৩৮	৫৮.৪৭	৫৮.১৩	৫০৭.০৫	১৪.৮৮	৫৭০.৩৪
৩৪. অষ্ট্রেলিয়া	১৫.২৭	-	-	৪.৯০	২৫.৭৯	-
৩৫. গ্রীস	১.৬৮	৫.০০	-	২.৮৯	১.০৮	-
৩৬. পর্তুগাল	-	-	-	-	-	-
৩৭. স্পেন	২.১৯	১৪.৬৩	৭.৪০	১.২৮	-	-
৩৮. পোল্যান্ড		-	১৫.৩৩	-	-	-
৩৯. বেলজিয়াম	২.৮০	-	-	-	-	-
৪০. মিসর	৩.৫৭	-	-	-	-	-
৪১. হাংগেরী	৯.৮৪	-	-	-	-	-
৪২. নরওয়ে	০.১৮	-	-	-	-	-
৪৩. ভিয়েতনাম	২১.০৮	-	-	-	-	-
৪৪. জর্ডান	-	২.৭৬	-	-	-	-
৪৫. কুয়েত	-	০.৯১	-	-	-	-
৪৬. অষ্ট্রিয়া	-	৪.৯৫	১.৯০	-	-	-
সর্বমোট	২২১৬২.৭৭	১০২১৩.৯৪	৪৩৫৬.৯৯	১৪৪৫৭.৭২	৫৯১৬.৩১	২৬৫১৯.৩৭

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, *এপ্রিল ১১

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পায়নের ধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) প্রায় ১,৪০৪.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। নিচের লেখচিত্র ১৪.৫-এ ২০০২-০৩ অর্থ বছর হতে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীর ধারা তুলে ধরা হলো ঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

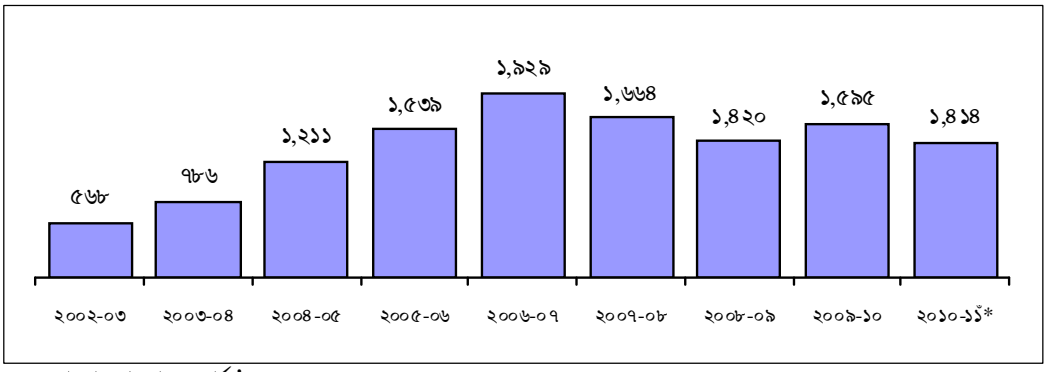

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, মার্চ '১১

শিল্প নীতি সংস্কার

সরকার রূপকল্প ২০২১ কে সামনে রেখে শিল্পায়ন তথা শিল্প খাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনায় রেখে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে যুগোপযোগী শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ শিল্পনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ।

_শিল্প খাতে (manufacturing) জিডিপি

শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি জাতীয় আর্থ-সামজিক কর্মকান্ডে উলেণ্টখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এসবের মধ্যে রয়েছে নতুন কর্মসংস্থান, পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন, কর্মনৈপূণ্য উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। বাংলাদেশের জিডিপির কাঠামোতে শিল্প খাত ক্রমশঃ অন্যান্য খাতের উপর প্রাধান্য লাভ করছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ম্যানুফেকচারিং খাতের সাময়িক হিসেবে প্রবৃদ্ধির হার ৯.৫১ শতাংশ । লেখচিত্র ১৪.৬ এ ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৬ঃ ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা

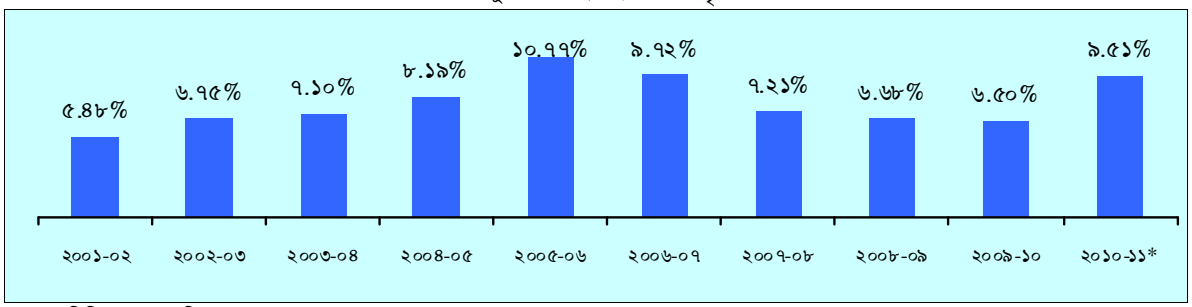

সূত্র ঃ বিবিএস *সাময়িক

গ্রাহকমুখী, স্বচ্ছ, সহজ এবং দায়িত্বশীল সেবা ও সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখা যায়। এজন্য বিনিয়োগ বোর্ডে Online Service Tracking System চালুসহ বিনিয়োগ বোর্ডের Registration প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ Online-এ সম্পন্ন করার ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালনসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় একটি খাত। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১০-১১ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক SME খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯,০৯২.৬১ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত SME খাতে তিনটি তহবিল হতে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৯,৩৩৯টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ১,৮০৫.৭৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে।

শিল্প ঋণ

দ্রুত শিল্পায়নকল্পে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে শিল্প খাতে বিতরণকৃত ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮৫,০৪৭.৬১ কোটি টাকা ও ৬৪,২১৪.৪৫ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত শিল্প খাতে বিতরণকৃত ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭৭,৭২০.৬৫ কোটি টাকা ও ৬১,১০১.৩৯ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ধারা

বাংলাদেশের মোট বিনিয়োগের প্রায় ৭৯ শতাংশ-ই হচ্ছে বেসরকারি খাতে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৩৪,৬৯০.৫ কোটি টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে সাময়িক হিসেবে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৫৩,২০৭.৬ কোটি টাকা। লেখচিত্র ১৪.৭-এ বিগত বছরগুলোতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ধারা তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৭ঃ বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগ ধারা (কোটি টাকায়)

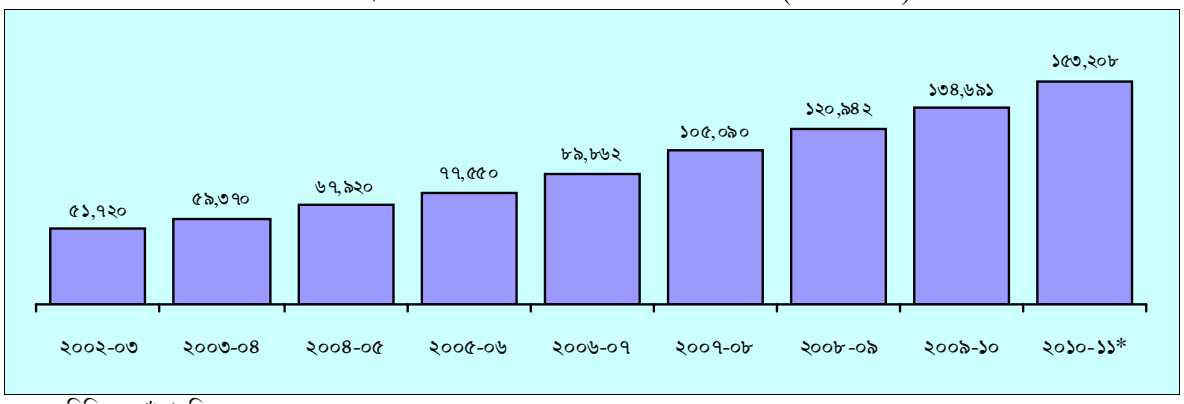

সূসূত্র ঃ বিবিএস *সাময়িক

কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরী এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত

প্রকল্পসমূহে ৩,৭০,৭৯৪ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। নিচের লেখচিত্র ১৪.৮-এ কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ড় তথ্য উপস্থাপিত হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৮ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ (সংখ্যা)

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * জানুয়ারি-মার্চ

চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব হতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সুরক্ষাদানকল্পে সরকার ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্সসহ বিনিয়োগ ও শিল্পায়নে উৎসাহ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ড় ৮টি ইপিজেডে (চট্রগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিলণ্ঢা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী) পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১,৯৩৫.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ড় ইপিজেডসমূহে নিরাপত্তা জামানত ও স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান বিষয়ে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক প্রস্ড়াবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৪৩.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রকৃত বিনিয়োগ ১৩১.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (Public-Private Partnership-PPP)

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public-Private Partnership) ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে যেমন মাস-ট্রানজিট (Mass-Transit), ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, এভিয়েশন, সমুদ্র বন্দর, রেলওয়ে ভৌত-অবকাঠামো এবং সেবা খাতে বেসরকারি সনাতন আন্ড়ঃসম্পর্কের (traditional interrelationship) গন্ডি পেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কৃত্যগত সম্পর্ক (functional relationship) গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্ড়রে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক, গতিশীল এবং নিরন্ড়র সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং সড়ক যোগাযোগ খাতে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করে নতুন ও বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতার সমাহার ঘটিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নে বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে এ খাত সংকটাপন্ন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership–PPP) আওতায় ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় রেখে ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে পিপিপি খাতে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন সংক্রান্ড় সহজ, স্বচ্ছ ও সমন্বিত পিপিপি নীতি ও নির্দেশনা গেজেট আকারে আগষ্ট ২০১০-এ প্রকাশ করা হয়েছে। এ নীতির ফলে পিপিপি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে। উলেণ্টখ্য যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে এ পর্যন্ড় ৫৯টি প্রকল্প প্রস্ড়াব পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প প্রস্ড়াব গ্রহণ ও পিপিপি নীতি বাস্ড়বায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে প্রকল্প ছকসহ পিপিপি নীতি ও গাইডলাইনের গুর“ত্বপূর্ণ ও বিশেষ নিয়মাবলী সম্বলিত একটি পরিপত্র ইতোমধ্যে জারী করা হয়েছে।

পিপিপি-র আওতায় বর্তমানে ১৭৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র সফলভাবে বাস্ড়বায়ন করা হয়েছে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। বিদ্যুৎ খাতে ৪১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিযোগাযোগ খাতে ২টি এবং স্যানিটেশন খাতে ১টি প্রকল্প পিপিপি'র আওতায় বাস্ড়বায়নের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। পিপিপি'র আওতায় ১৭টি ঘোষিত স্থলবন্দরের মধ্যে ৮টি কার্যক্রম শুর“ করেছে। আরও ৭টি স্থলবন্দরকে পিপিপি কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে পিপিপি-র আওতায় কালিয়াকৈরে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি হাইটেক পার্ক এবং কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ারে একটি সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া শুর“ করা হয়েছে। পিপিপি মডেলের আওতায় দ্র“ততার সাথে ঢাকার চারপাশে স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মংলা বন্দর ও চট্টগ্রাম বন্দরে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৩০ এপ্রিল'১১ দেশের সর্ববৃহৎ পিপিপি প্রকল্প Dhaka Elevated Expressway-র বাস্ড়বায়নের কাজ শুর“ হয়েছে।

বেসরকারিকরণ কার্যক্রম

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ফেব্র“য়ারি ২০১১ পর্যন্ড় মোট ৭৬টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৫টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ ৭২০.৪২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। ২২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বেসরকারি খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে, দুটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং দুইটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রয়ের পরিবর্তে বিকল্প পদ্ধতিতে বেসরকারিকরণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বস্ত্র খাত

দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে। প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প দেশের বর্তমান অভ্যন্ড়রীণ চাহিদার সিংহভাগ এবং রপ্তানিমুখী নীট ও ওভেন পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যথাক্রমে ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ২৫-৩০ শতাংশ পূরণে সক্ষম হচ্ছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ বস্ত্র পণ্য ও তৈরী পোশাক রপ্তানি থেকে আসছে। বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচেছ। দেশে বর্তমানে (এপ্রিল ২০১১) কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৩৮৭টি (সরকারি খাতে ২২টি ও বেসরকারি খাতে ৩৬৫টি) এবং এ সকল মিলের সূতা উৎপাদন ক্ষমতা ১,৮০০ মিলিয়ন কেজি। তাছাড়া বার্ষিক ২০০০ মিলিয়ন মিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪৮৩টি উইভিং মিল রয়েছে। স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট ১,০৬৫টি যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মিটার। অধিকন্তু হস্ড়চালিত ইউনিটের সংখ্যা ১,৪৮,৩৪২টি এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩৭ মিলিয়ন

মিটার। নীটিং, নীট-ডাইয়িং ইউনিটের সংখ্যা সর্বমোট ২৮০০টি, তন্মধ্যে রপ্তানিমুখী ইউনিটের সংখ্যা ১,২০০টি। ৩৫২টি ডায়িং-ফিনিশিং ইউনিট যার মধ্যে ৯৫টি সেমি-মেকানাইজড এবং ২৫৭টি মেকানাইজড এবং উৎপাদন ক্ষমতা ২,০০০ মিলিয়ন মিটার। সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিগত ২০০০-০১ সাল থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ড় সুতা ও কাপড়ের উৎপাদনের পরিসংখ্যান নিম্নের সারণি ১৪.৬ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ১৪.৬: সরকারি ও বেসরকারি খাতে সূতা ও কাপড় উৎপাদন

বছর	সূতার উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)			কাপড়ের উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট
২০০০-০১	১৪.৮২	১৮৬.৭৬	২৭১.৫৭	-	১,৮৪৫.০০	১,৮৪৫.০০
২০০১-০২	১৪.৪৩	২০৪.৮১	২৯৮.৫০	-	২,০৫০.০০	২,০৫০.০০
২০০২-০৩	৯.৩৬	৩৩০.৬৫	৩৪০.০০	-	২,২০০.০০	২,২০০.০০
২০০৩-০৪	৯.৭১	৩৭০.৩০	৩৮০.০০	-	২,৭৫০.০০	২,৭৫০.০০
২০০৪-০৫	৯.৪৮	৪৪০.৫২	৪৫০.০০	-	৩,১০০.০০	৩,১০০.০০
২০০৫-০৬	৮.০০	৫৩০.০০	৫৩৮.০০	-	৪০৯০.০০	৪০৯০.০০
২০০৬-০৭	৮.৮৬	৬০০.০০	৬০৮.৮৬	-	৪৯১০.০০	৪,৯১০.০০
২০০৭-০৮	৭.৯৫	৭০২.০৫	৭১০.০০	-	৫,৮০০.০০	৫,৮০০.০০
২০০৮-০৯	২.৩৩	৮৭৭.০০	৮৭৯.৩৩	-	৬,৩৮০.০০	৬,৩৮০.০০
২০০৯-১০	১.১৪	৯৫০.০০	৯৫১.১৪	-	৭২০০.০০	৭২০০.০০
২০১০-১১*	০.৮৪	৪০৩.৭৫	৪০৪.৫৯	-	৩৭৮০.০০	৩৭৮০.০০

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, * ডিসেম্বর ১০ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

২০১০-১১ অর্থবছরে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণে চালু এবং বন্ধ/লে-অফসহ মোট ১৮ টি মিলের মধ্যে ৮টি মিল সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদন করছে। ১০টি মিলে সার্ভিস চার্জ পার্টি না থাকায় সাময়িক উৎপাদন বন্ধ অবস্থায় আছে। ডিসেম্বর ২০০৯ এ প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে সাতরং মিলটি বিক্রি করা হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বিটিএমসি ডিসেম্বর ১০ পর্যন্ত প্রায় ১৮.৮৪ কোটি টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে। বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের জনবল খাতে ব্যয় হ্রাস এবং লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে স্বেচছাবসর কর্মসূচির আওতায় ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৫৭১ জন, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২,২৮৯ জন এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত ১৩৩ জন, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৬০ জন এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১৩ জন স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেছে। মিলগুলো পর্যায়ক্রমে লীজের মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে লীজ নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। লীজের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মিলগুলো লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

তাঁত ও রেশম

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। তাঁত শুমারি, ২০০৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬টি। এর মধ্যে ৩,১৩,২৪৫টি তাঁত চালু আর বাকী প্রায় ১,৯২,৩১১টি তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এই শিল্পে সারা বছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। তাঁত শিল্পে বর্তমানে বছরে প্রায় ৮৩ কোটি মিটার তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্ড়রীণ বস্ত্র চাহিদা মেটাতে দেশে উৎপাদিত মোট বস্ত্রের ৬০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্পে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ড় ৩৩,১৫৪ জন তাঁতীকে

৪৪,৪২৯টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৫০.৩০ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়, এ পর্যন্ড় ১.২০ লক্ষ তাঁতীর কর্মসংস্হান নিশ্চিত হয়েছে।

দেশে রেশম পণ্যের উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ (ব্যক্তি উদ্যোক্তা, এনজিও, শিল্প মালিক, আমদানিকারক ইত্যাদি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব পালনে বেসরকারিখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বেসরকারি উদ্যোক্তা, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ ও সংশিণ্টষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বারেবো) সেরিকালচার ও রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ যাবত মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করেছে এবং বর্তমানে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্ড়বায়নাধীন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১) বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কর্তৃক রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন শীর্ষক ১২.৫১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত জুলাই'০৮ হতে জুন'১১ পর্যন্ড় ৩ বছর মেয়াদি প্রকল্প, (২)পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২০০৮-১১) শীর্ষক ২.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত একটি প্রকল্প, এবং (৩) বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (জুলাই ২০০৯- জুন ২০১৪) শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্পটির বাস্ড়বায়নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা।

পাট

দেশে উৎপাদিত কাঁচা পাটের সিংহভাগ পাট বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের পাটকলসমূহে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের পাটকলগুলো সারা দেশে স্থাপিত পাট ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কাঁচা পাট ক্রয় করে পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। সামগ্রিক বিবেচনায় পাট ও পাট শিল্প পরিবেশ বান্ধব, শতভাগ দেশজ কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ দ্বারা পরিচালিত, সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এবং রপ্তানি মূল্যের ১০০ শতাংশ Repatriation ভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। বর্তমানে বিজেএমসির আওতাধীন মোট মিলের সংখ্য ২৭, এর মধ্যে চালু জুট মিল ১৬টি, বন্ধ জুট মিল ৪টি, লীজ দেয়া জুট মিল ৪টি এবং নন জুট মিল ৩টি।

বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিল এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)-এর সদস্যভুক্ত মিলের সংখ্যা মোট ১০১টি, এর মধ্যে ৩৮টি বেসরকারিকরণকৃত এবং নতুন স্থাপিত ৬৩টি মিল। এ ছাড়াও বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশান (বিজেএসএ) এর সদস্যভূক্ত মিলের সংখ্যা ৬৭টি। পাট ও পাটজাত দ্রব্য দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে এবং বিপুল সংখ্যক জনবল পাট উৎপাদন ও পাট শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান এবং উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপন করা হয়। জেডিপিসি ইতোমধ্যে ৪০টি মাঝারি ও বড় শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্ড়াব প্রেরণ করেছে যার মধ্যে এ পর্যন্ড় ১২টি মাঝারি শিল্প স্থাপিত হয়েছে এবং ১৮টি ছোট ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হচ্ছে। জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ১২ পর্যন্ড় ৫ বছরে ২৫টি মাঝারি শিল্প, ১০০টি ক্ষুদ্র ও ৬০০টি কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য ৫১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ বিশেষ করে এনজিও এবং তাঁত শিল্পকে বহুমুখী পাটজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে জেডিপিসি-র উদ্যোগে এবং সিএফসি'র অর্থায়নে Small Entrepreneurship

Development in Jute Diversified Products শীর্ষক ১০.২৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারণি ১৪.৭- সরকারি ও বেসরকারি খাতের পাটজাত পণ্যের রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৪.৭ঃ সরকারি ও বেসরকারি খাতের পাটজাত পণ্যের রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	সরকারি	বেসরকারি	
	বিজেএমসি	বিজেএমএ	বিজেএসএ
২০০০-০১	৫৯৯.৫৮	১,৩৪.৪২	৪,৬৯.৮৯
২০০১-০২	৫৩৬.৭৬	১,৩৬.২৫	৫,৫৭.৭১
২০০২-০৩	৫১৯.৭১	১,৪১.৩৭	৫,৮৩.৮৫
২০০৩-০৪	৪৪০.৫৩	১,৭৯.১৮	৬,২৪.৭১
২০০৪-০৫	৩৯৬.২১	১,৯২.২৪	৯,৫৫.৮৮
২০০৫-০৬	৫০৮.২৫	৪,০১.৩১	১১,৬১.৮৫
২০০৬-০৭	৪৩৮.৫০	৪,৪৭.৯৬	১৩,৩৫.১৯
২০০৭-০৮	৪৮৮.৮১	৫,৪২.৩৯	১৫,৮১.৬১
২০০৮-০৯	৪৩৩.১৮	৪,৬৩.২২	১৪,৭৯.৯৩
২০০৯-১০	৬৫৪.৬৯	৭,৪৬.১৪	২৫,৪৮.৭৩
২০১০-১১*	৪৯৩.৪৭	৩,৫৫.০৪	১১,২০.০০

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, * জানুয়ারি'১১ পর্যন্ত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাত

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি সম্প্রসারণের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং জ্ঞান-ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন এবং জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে প্রতিভাবান তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজ সরকার নিরলসভাবে করে যাচ্ছে। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং আগামীতে আরও কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা অনুযায়ী সরকার দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে সকল খাতের অংশগ্রহণে দেশে একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাই-টেক পার্ক

হাইটেক শিল্প এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্প বিকাশের সুবিধার্থে বৃহদাকার ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানি তথা উচ্চ সমৃদ্ধ বিশ্বমানের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩১.৬৮৫ একর

জমিতে হাইটেক পার্কের অবকাঠামো নির্মাণ চলমান রয়েছে। হাইটেক পার্কের সহায়ক অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে Basic Infrastructure for Hi-Tech Park at Kaliakoir, Gazipur (Ist phase) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। হাইটেক পার্কে বিনিয়োগকারীদের আগমনের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Establishment of Hi-Tech Park Project at Kaliakoir, Gazipur শীর্ষক ১৮.৯৬ কোটি টাকার আরোও একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১০-এ শুরু হয়েছে এবং আগামী ২০১৩ এ-সমাপ্ত হবে । উল্লেখ্য যে, বিগত মার্চ ২০১০ এ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হাইটেক পার্ক অথরিটি এর আওতায় হাইটেক পার্ক অথরিটি'র কার্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত সফটওয়্যার রপ্তানি

বর্তমানে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে সফটওয়্যার এবং আইটি সার্ভিসেস রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের সফটওয়্যার ব্যবহারকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হ'ল: নকিয়া, জাপান এয়ারলাইনস, বিশ্ব ব্যাংক, এইচপি, মার্কিন পোস্টাল ও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট। বর্তমানে ১০০টিরও বেশি সফটওয়্যার ফার্ম/আইসিটি কোম্পানি তাদের উৎপাদিত সফটওয়্যার এবং আইসিটি সার্ভিসেস ৩০টি দেশে রপ্তানি করছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিফোনের বিপুল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে Fixed Telephone (PSTN) সেবা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল জোন (Dhaka Multi Exchange Area) বাদে অন্যান্য এলাকার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে Fixed Telephone লাইসেন্স প্রদান করায় এ খাতে দেশি-বিদেশি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ শুর" করেছেন। বেসরকারি খাতে ফিক্সড ফোন লাইসেন্স প্রদান করায় বিপুলসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।২০০৪ এ দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ, মার্চ ২০১১ এ সংখ্যা ৭.২৮ কোটি অতিক্রম করেছে। বর্তমানে মোবাইল খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এখাত হতে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, ভ্যাট ইত্যাদি আদায় হয়, যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উলেণ্টখযোগ্য অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের বিকাশের ফলে সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অপারেটরদের ফিক্সড ফোন ও মোবাইল কোম্পানীর ট্যারিফ পূর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনগণের পক্ষে স্বল্প মূল্যে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলা সদরে ইতোমধ্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে। দেশে মোবাইল টেলিডেনসিটি জানুয়ারি ২০০২ এ যেখানে ছিল ১.০ শতাংশ, মার্চ ১১ এ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মার্চ ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা সারণি ১৪.৮ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৪.৮: বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)

	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড (জিপি)	৩.১৯
২.	ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড (বাংলালিংক)	২.০১
৩.	রবি এস্কাইটা লিমিটেড (রবি)	১.৩২
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড(এয়ারটেল)	০.৪৬
৫.	পেসিফক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)	০.১৮
৬.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.১২

মোটঃ	৭.২৮

উৎসঃ www.btrc.gov.bd.

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

হাইড্রোকার্বন সেক্টরে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম এবং ব্যক্তিখাত ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে। নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরি সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অধীনে হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় জুন, ২০০৫ এ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গ্যাস ট্রান্সমিশন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল, ২০০৬ হতে চালু হয়, যা ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত চলবে। হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে ২৮ মে ২০০৮-এ স্থায়ী কাঠামোতে রূপদান করা হয়েছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট পেট্রোলিয়াম খাতের Upstream এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ। এযাবৎ আবিষ্কৃত ২৩টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য সম্ভাব্য ও প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ ২০.৬০৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তম্মধ্যে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ড় ৯.৪৩১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে (জানুয়ারি, ২০১১ সময়ে) গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ ১১.১৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৮.৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে এবং বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৩৬ কিলোওয়াট আওয়ার। দেশের সকল জনসাধারণের জন্য ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সরকার ১৯৯৬ সালে বেসরকারিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি প্রণয়ন করে। সরকার প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এবং ঢাকা ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি (ডেসকো) গঠিত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দেশে সরকারি খাতে ৩৭১৯ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ২,১০৪ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫,৮২৩ মেগাওয়াট। বর্তমান ২০১০-১১ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ড়) দেশে সরকারি খাতে ৩,৯৭৪ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ২,৬৮৪ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৬৫৮ মেগাওয়াট। বর্তমানে বেসরকারিখাতে আইপিপি ও রেন্টাল ভিত্তিতে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বেসরকারি খাতে প্রক্রিয়াধীন বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলো হলোঃ (১) বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃ ওঃ (২) সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ (৩) মেঘনা ঘাট ৪৫০ মেঃ ওঃ ২য় ইউনিট (ডুয়েল ফুয়েল) প্রকল্প (৪) কয়লা ভিত্তিক ২৬০০ মেগাওয়াট প্রকল্প (৫) ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক ৬০০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও (৬) ১,৪২০ মেঃ ওঃ তেল ভিত্তিক পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমানের যাতায়াতের জন্য বিমান চলাচলের অবকাঠামো স্থাপন ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুত দায়িত্ব বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ পালন করছে। বাংলাদেশ আকাশ সীমায় চলাচলকারী দেশি বিদেশি বিমানের ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দর,এয়ারট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সার্ভিস ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করে থাকে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বর্তমানে দেশের ৩ টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭ টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ও ৪ টি স্টল পোর্ট রয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতায় ১৪ টি বিমানবন্দর ও স্টল পোর্টের মধ্যে ১৩ টি ভর্তুকি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরই আয় অর্জনকারী। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

২০০৯-১০ অর্থ বছরে রাজস্ব আয় করেছে ৫১১.১৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় করেছে ২৫৮.২০ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত) রাজস্ব আয় করেছে ২৬৯.১৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় করেছে ১২২.২৩ কোটি টাকা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতিমালা অনুসরনে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি দেশের বিমান বন্দরগুলোর নন-রেগুলেটরি কাজগুলো বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ পরিচালনার জন্য স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিমান বন্দরের অন্যান্য ম্যানেজমেন্টকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চূড়ান্ত কার্যক্রম চলছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং ও অন্যান্য নন-রেগুলেটরি কাজকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালনা করার পরিকল্পনা চলছে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিমান পুনর্গঠন ও বাণিজ্যিকিকরণের নিমিত্ত গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপদেষ্টা কাউন্সিল কর্তৃক বিমানকে শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানায় রেখে এবং জনবল হ্রাসের মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (পিএলসি)-তে রূপান্তর করা হয়েছে। সারণি ১৪.৯ বর্তমানে বিমান বহরে ব্যবহৃত উড়োজাহাজ-এর বিবরণ তুলে ধরা হলো।

সারণি১৪.৯ বর্তমানে বিমান বহরে ব্যবহৃত উড়োজাহাজ-এর বিবরণ

উড়োজাহাজের ধরণ	সংখ্যা	যাত্রী ধারণ ক্ষমতা	মালিকানা প্রকৃতি
ডিসি ১০-৩০	৪	৩১৪	নিজস্ব
এ ৩১০-৩০০	৩	২২১/২২৩	২টি নিজস্ব এবং ১টি লীজকৃত
৭৩৭ -৮০০	২	১৬২	লীজকৃত
এফ ২৮-৪০০০	২	৮২	নিজস্ব
মোট	১১	--	৮টি নিজস্ব এবং ৩টি লীজকৃত

উৎস্যঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সীমিত সম্পদ নিয়ে বিমান বাংলাদেশ বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ৩টি এবং আন্তর্জাতিক ১৯টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। বিমান বহরে নতুন কিংবা ভাড়ায় উড়োজাহাজ সংযোজন সাপেক্ষে কয়েকটি স্হগিতকৃত গন্তব্যে (২০০৬ সালে নিউ ইয়র্ক,ব্রাসেলস, প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট, মুম্বাই, নারিতা (জাপান) ও ইয়াংগুন এবং ২০০৭ সালে ম্যানচেস্টার) সার্ভিস পুনঃপ্রবর্তন এবং সম্ভাব্য কতিপয় নতুন গন্তব্যে সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। টিকেটিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং টিকেট বিক্রয় বাবদ ব্যয় হ্রাসের অংশ হিসেবে বিমানের সকল স্টেশনে জুন ২০০৮-এ ই-টিকেটিং ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এজেন্টদের মাধ্যমে টিকেট বিক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত লেনদেন সহজীকরণ ও আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে বিমানে বিএসপি (বিলিং এন্ড সেটেলমেন্ট প্লান) মে ২০০৮ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান অভ্যন্তরীণ রুটে ১,৮৮,৪৩৯ জন যাত্রী ও আন্তর্জাতিক রুটে ১২,৩৬,৭৬৬ জন যাত্রী পরিবহণ করে । উক্ত অর্থ বছরে বিমানের সামগ্রিক যাত্রী পরিবহণ ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, একই অর্থ বছরে বিমানের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১২৩ শতাংশ ও ৭ শতাংশ। বিমান গ্রাউন্ড ও কার্গো হ্যান্ডলিং সার্ভিসের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১৮৫ কোটি টাকা, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১৭৯ কোটি টাকা, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৯৮ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ১৫২ কোটি টাকা আয় করেছে । বিমান হ্যান্ডলিং সার্ভিস উন্নত করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো উন্নতি করা হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সরকারের জাতীয় নৌ-পরিবহন নীতিমালায় বন্দরখাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। বেসরকারিখাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ BOT

(Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কর্মকান্ডে স্টিভডোরস, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এবং ইক্যুইপমেন্ট হ্যান্ডলিং অপারেটরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য বেসরকারি অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। পোর্ট কানেকটিং রোড এর পাশে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব ৩.৮২ একর জমিতে ৩০০ ট্রাক/লরি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একশতটি ট্রাক টার্মিনাল বিওটি ভিত্তিতে ১৫ বছরের জন্য ২০০১ সালে বেসরকারি খাতে ন্যস্ড় করা হয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত বন্দরের সদরঘাট লাইটারেজ জেটি ২৫ বছরের জন্য লীজ দিয়ে তা বেসরকারি খাতে ন্যস্ড় করা হয়েছে।

বন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বন্দরের অপারেশনাল বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট বেসরকারি খাতে লিজ দেয়া এবং বেসরকারি খাতে আইসিডি (ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো) নির্মাণ সরকার উৎসাহিত করছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর লাইসেন্স প্রাপ্ত ৫২টি স্টিভডোর এবং প্রায় ৩,০০০ সিএন্ডএফ এজেন্ট বেসরকারি খাতে বন্দরে মালামাল খালাস ও ছাড়করণে নিয়োজিত আছে। এছাড়া, বন্দর স্টেডিয়ামের পার্শ্বে এক্স ও ওয়াই শেড এলাকা খালি কনটেইনার রাখার জন্য বেসরকারি অপারেটরকে লীজ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া স্পেশাল বার্থ যথাঃ সিমেন্ট ক্লিংকার জেটি, কাফকো এমোনিয়া জেটি, কাফকো ইউরিয়া ফার্টিলাইজার জেটিসমূহ সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বেসরকারিখাতে আইসিডি নির্মাণ সংক্রান্ত নীতিমালা চালুর পর চট্টগ্রাম বন্দরের আশেপাশে ১৪টি বেসরকারি আইসিডি কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাদের কার্যক্রম শুর“ করেছে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

দেশের বেসরকারি পরিবহণ খাতের সার্বিক কার্যক্রমের বৃহদংশই অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বেসরকারি খাতের প্রায় ৯৫ শতাংশ যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্হাপিত ২১টি নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটসহ পল্টুন সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ লঞ্চঘাটসমূহ বেসরকারি খাতে ইজারার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পল্টুন এবং জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কাজ স্হানীয় বেসরকারি ডক ইয়ার্ডে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু বিআইডবিণ্টউটি সেক্টরের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বেসরকারি খাত অদ্যাবধি সরাসরি সম্পৃক্ত হয়নি। তবে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধাদি বেসরকারি ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ড় সরকারি নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ (২য় পর্যায়)–শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খনন কার্যক্রম/ড্রেজিং বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। উক্ত খনন কার্যক্রম ছাড়াও সংরক্ষণ খননসহ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ/জলজরিপ কাজ বেসরকারি খাত দ্বারা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার পানগাঁওয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে একটি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে এর পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পণ করা হবে। অধিকন্তু, নোয়াপাড়া, আশুগঞ্জ-ভৈরব ও বরগুণায় নদী বন্দর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্ড়বায়নের পর বন্দরসমূহের পরিচালনার ভারও বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

আইডবিণ্টউটি সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত উদ্যোগ গ্রহণের যে সব বিষয় ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটবে এবং ভবিষ্যতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

আইডবিণ্ঢউটি সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নসহ নৌ-পথের ড্রেজিং এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

পর্যটন

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির আলোকে পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদান এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবাল, উপল, লাবনী, সিলেট পর্যটন মোটেল, মৌলভীবাজারস্থ রেস্ট হাউজ, র"চিতা রেস্তোরা ও বার, সাকুরা রেস্তোরা ও বার, চিলড্রেন এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ভাটিয়ারী গলফ ক্লাব, বার এবং ফয়'স লেক বেসরকারি সংস্থার নিকট ইজারা প্রদান করা হয়েছে। পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ, বিশেষ পর্যটন অঞ্চল ঘোষণা, এসব অঞ্চলে দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকল্পে বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে । এছাড়া ১৯৯২ সালে প্রণীত জাতীয় পর্যটন নীতিমালা যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ পর্যটন নীতিমালা ২০১০' জারি করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ২০১১ সালকে পর্যটন বর্ষ হিসেবে উদযাপন এবং আগামী জানুয়ারি ২০১২ সালে সার্ক ট্যুরিজম মার্ট আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংক ও বীমা

বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৩টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া সরকারি খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত আছে। নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বীমা অধিদপ্তর বীমা কোম্পানির নিকট থেকে বার্ষিক নবায়ন ফি, বীমা কোম্পানি এমপণ্ঢয়ার অব এজেন্ট ও এজেন্ট লাইসেন্স ফি, সার্ভেয়ার সার্টিফিকেট ও নবায়ন ফি, বীমা আইন ও বিধি বিধান লংঘনজনিত অপরাধে আরোপিত জরিমানা ইত্যাদি বাবদ রাজস্ব আদায় করে থাকে।

সাধারণ বীমা খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও ৪৩টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি ২০০৯ সালে সম্মিলিতভাবে প্রিমিয়াম আয় করেছে ১৩৮৯.৭৭ কোটি টাকা। ২০০৮ সালে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ১২৫৮.৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০০৮ সালের তুলনায় সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানের মোট প্রিমিয়াম আয় ১৩.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১০-এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১৪.১০: সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকায়)

	মোট প্রিমিয়াম					প্রবৃদ্ধির হার		
সাল	সরকারি খাতঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানীসমূহ	মোট	সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	সরকারি খাতঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানীসমূহ (%)	মোট (%)
২০০১	৭৬.০০	৪২২.৯২	৪১৮.৯২	১৫.২৩	৮৪.৭৭	২৩.০৯	১৫.৯৭	১৭.০১
২০০২	৮১.৮৬	৪৫৩.৪৬	৫৩৫.৩২	১৫.২৯	৮৪.৭১	৭.৭১	৭.২২	২৭.৮০
২০০৩	৭৬.৬৬	৫১৭.৮১	৫৯৪.৪৭	১২.৯০	৮৭.১০	(-) ৬.৩৫	১৪.১৯	১১.০৫
২০০৪	৭৭.৮৬	৬০১.৮৮	৬৭৯.৭৪	১১.৪৫	৮৮.৫৫	১.৫৭	১৭.১৬	১৫.১৪
২০০৫	৮৮.৬১	৭১৮.৬৭	৮০৭.২৮	১০.৯৮	৮৯.০২	১২.১৩	১৯.৪০	১৮.৭৬
২০০৬	১০৪.৪৫	৮০২.৭২	৯০৭.১৭	১১.৫১	৮৮.৪৯	১১.৭	১১.৭০	১২.৩৭
২০০৭	১২৬.৫৮	৯৪১.৭৩	১০৬৮.৩১	১১.৮৫	৮৮.১৫	১৭.৪৮	১৭.৩১	১৭.৭৬
২০০৮	১৪১.৯০	১১১৬.৪০	১২৫৮.৩০	১১.২৮	৮৮.৭২	১২.১০	১৮.৫৫	১৭.৭৮
২০০৯	১৬১.৩৫	১২২৮.৪২	১৩৮৯.৭৭	১১.৬১	৮৮.৩৯	১৩.৭১	১০.০৩	১০.৪৫

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর

জীবন বীমা খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ১৭টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০০৯ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম আয় বাবদ করেছে ৪,৯৯৬.০৪ কোটি টাকা এবং ২০০৮ সালে এ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩,৯০৫.২৬ কোটি টাকা। জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১১ -এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১৪.১১: জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকায়)

সাল	মোট প্রিমিয়াম					প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাত জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট	সরকারি খাতে অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	সরকারি খাতঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানি সমূহ (%)	মোট (%)
২০০১	১৫০.০০	৬৬৮.০৯	৮১৮.০৯	১৮.৩৪	৮১.৬৬	(-) ১২.৪৫	২৩.৫১	১৬.৫৯
২০০২	১৭৯.০০	৮৩৪.৮৩	১০১৩.৮৩	১৭.৬৬	৮২.৩৪	১৯.৩৩	২৪.৯৬	২৩.৯৩
২০০৩	১৫২.০০	১০৫৮.৭২	১২১০.৭২	১২.৫৫	৮৭.৪৫	(-)১৫.০৮	২৬.৮২	১৯.৪২
২০০৪	১৯৭.০০	১৩৩৫.২৩	১৫৩২.২৩	১২.৮৫	৮৭.১৪	২৯.৬১	২৬.১১	২৬.০০
২০০৫	২০৩.৬৫	১৮৪১.০৯	২০৪৪.৭৪	৯.৯৫	৯০.০৪	৩.৩৮	৩৭.৮১	৩৩.৪৫
২০০৬	২২৩.৩৫	২১৩৮.০০	২৩৬১.৩৬	৯.৪৬	৯০.৫৪	৯.৬৭	১৬.১৩	১৫.৪৮
২০০৭	২৬৪.৯৮	২৯১৬.৫১	৩১৮১.৪৯	৮.৩৩	৯১.৬৭	১৮.৬৪	৩৬.৪১	৩৪.৭৩
২০০৮	৩০৭.৮১	৩৫৯৭.৪৫	৩৯০৫.২৬	৭.৮৮	৯২.১২	১৬.১৬	২৩.৩৫	২২.৭৫
২০০৯	৪০০.২৫	৪৫৯৫.৭৯	৪৯৯৬.০৪	৮.০১	৯১.৯৯	৩০.০৩	২৭.৭৫	২৭.৯৩

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর

শিক্ষা খাত

সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে আসছে। রাজস্ব বাজেটের উপর চাপ লাঘবের এবং শিক্ষায় বিদেশ নির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতে বেসরকারিকরণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে বেসরকারিখাতে বহু সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

দেশে মোট এমপিওভুক্ত উত্তর-প্রাথমিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬,০৫১, এরমধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা ৩,৩৪২; মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা ১২,৭৪৯; কলেজের সংখ্যা ১,৪৩৭; ডিগ্রী কলেজ সংখ্যা ৯২৬ এবং মাদ্রাসার সংখ্যা ৭,৫৯৭। এ সকল প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৫৮,৪৬৩ ও ১,০৫,৩০৮ জন। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মূল বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ প্রদান করছে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির চাহিদা প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পাশ করেছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Higher Education Quality Enhancement শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়ন করা হবে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাকে সরকার উৎসাহিত করছে। বর্তমানে দেশে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ১২টি ডেন্টাল কলেজ এবং ৪২,২৩৭টি শয্যাসহ ২,৫০১টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। এর পাশাপাশি ৫,৭২১টি উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হার্ট ফাউন্ডেশন, ক্যান্সার হাসপাতাল এক্ষেত্রে উলেণ্ঢখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উলেণ্ঢখযোগ্য। বাংলাদেশে অসংখ্য এনজিও দেশের বিভিন্ন উপজেলায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এইচআইভি/এইডস ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অনুমোদিত ৫২টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি হতে সহযোগী মানব সম্পদ তৈরী করা হচ্ছে। বর্তমানে মোট ৪১টি Blood Bank চালু রয়েছে।